তৈল-বন্দনা।

'হাঁচি টিকটিকি বাধা, যে না মানে সে গাধা' এর প্রতি অক্ষর অতি সত্য বলিয়া যেখানে পূজিত; 'যদি দেখ মাকুন্দা চোপা এক পা না বাড়াইও বাপ্' এর দোহাই দিয়া কাজের দিনে ঘরে বসিয়া থাকিবার রীতি যে দেশে সসম্মানে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে; কোথাও বাহির হইবার পূর্ব্বে যেখানে একশত আটবার দুর্গানাম জপ করিয়া লইতে হয়, সেই দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া এই সকল সংস্কারগুলি যে উত্তরাধিকারী সূত্রে আমারই প্রাপ্য হইবে ইহাত 'Books on heritage এর গোড়ার কথা। তাই একটা কিছু লিখিবার পূর্ব্বে আমাকেও যে কাহারও জপ বা বন্দনা করিতে হইবে ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন। তবে একটা কথা, কাহার বন্দনা লিখিব? অনেক ঘাটাঘাটি করিয়া শেষকালে আমি এই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, জগতে বন্দনীয় আছে, এক তৈল।

হে তৈল, আমি তোমার বন্দনা করিতেছি! বন্দনা লিখিবার মালমসলা আমার কিছুই নাই, থাকার মধ্যে কেবল তোমার প্রতি আমার প্রগাঢ় ভক্তি আছে এবং এই সাহসে ভর করিয়াই তোমার বন্দনায় হাত দিয়াছি। কবি বলিয়াছেন 'বায়ু যথা কুসুমের গন্ধমাত্র লয়, ভাষা হতে ভক্তি লন বিভু (এস্থলে তুমি।) দয়াময়।' সকলকেই দেখি প্রথমে দেবদেবীর বন্দনা আরম্ভ করেন, কিন্তু আমি দেবদেবীর বন্দনা ছাড়িয়া তোমার বন্দনায় মন দিয়াছি। কোন লোভে দেবদেবীর বন্দনা করিব? বিষ্ণুঠাকুর বেশ আরাম ক'রে অনন্ত শয্যায় শুয়ে আছেন, দুচার দশ ডাকে তাহার সুখনিদ্রাভঙ্গের কোন সম্ভাবনা নাই। শিবঠাকুর ত গাঁজায় দম দিয়ে অজ্ঞান হ'য়ে থাকেন, নয় ভূত-নিয়ে শ্মশানে শ্মশানে আড্ডা দেন, কাজেই তার দর্শন মিলিবে না। অনেক তোষামোদের পর ব্রহ্মার দর্শন মিলিলেও সিদ্ধি-(গাঁজার দোকানের নয় কারণ তাহার জন্য এত শ্রম করিতে হয় না) প্রাপ্তির সম্ভাবনা অতি অল্প; কিছু চাহিলেই টালমাটাল করে, যেন ফাঁকি দিবার মতলব। কিন্তু অতি সহজেই তোমার নিকট সিদ্ধি মিলে। 'সবে কেন মিছামিছি 'অল্পস্যহেতোর্বহুহাতু-মিচ্ছন্' হইয়া 'বিচারমূঢ়ঃ প্রতিভাসি মে ত্বম্' এর ধাক্কায় পড়িতে যাই।

শাস্ত্রে আছে স্বর্গে নাকি প্রজাপতি নামে এক দেবতা বাস করেন এবং তিনিই নাকি বিবাহরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট। আমার মনে হয় শাস্ত্রের এই

কথাটা সম্পূর্ণ অসত্য। কারণ কোন স্ত্রীলোকের চুল যদি তৈল বিহনে মাথায় জটা পাকাইয়া যায় তবে কোন পুরুষ তাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবে? এমন কি প্রজাপতি স্বয়ং আসিয়া তাহাকে অনুরোধ করিলেও তাহাদের 'বি' পূর্ব্বক 'বহ্' ধাতুতে 'ঘঞ্' প্রত্যয় যোগ হইবে না। কিন্তু তৈল যোগে যদি তাহার চুলগুলি কাল মিশ্রামিশে ও মসৃন হয়, দেহের রূপ-লাবণ্য শতগুণে বাড়িয়া যায়, তবে কোন্ পুরুষ তাহাকে পত্নীভাবে গ্রহণ করিবার জন্য লালায়িত হইবেন না? ভক্তদের সম্বন্ধেও এই কথা খাটে, কারণ তৈল বিহনে টিকির বৃদ্ধি ও সৌন্দর্য্য সম্পাদনের সম্ভাবনা অতি অল্প। আর ইহারই কোমলতা, মসৃনতা ও সুচিক্কণতার উপরে যে তাহাদের মান, প্রতিপত্তি কিরূপ নির্ভর, করে দ্বিজেন্দ্রলাল তাহার 'এক ঘরে'তে তাহা সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন। অতএব হে বিবাহরাজ্যের সম্রাট ও ভক্তচিত্তবিনোদনকারী আমি তোমায় নমস্কার করি।

কিন্তু বিবাহ লইয়া গেলেও তোমার প্রতাপ হইতে কাহারও অব্যাহতি নাই। বিবাহের পর স্বামী প্রবাসে গেলে স্ত্রীর নিকট হইতে ঘনঘন চিঠি আসে "আমার জন্য, 'কেশরঞ্জন' 'কুন্তল প্রভা' তৈল আনিও।" তাই প্রবাস হইতে বাড়ী ফিরিলে স্ত্রী স্বামীকে ধরিয়া বসে আমার জন্য তৈল আনিয়াছ ত? কিন্তু উত্তরে 'না' শুনিলে সে যে অভিমানের সুর ধরে এবং সেই সুর বদলাইবার জন্য স্বামীকে যে কতবার নাকে খৎ দিতে হয়, যিনি সেই অভিমানের পাল্লায় পড়িয়াছেন তিনিই তাহা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম।

হে তৈল, তুমি না থাকিলে বিস্তর অসুবিধা হইত। ছোটবড় করিয়া চুল কাটার মাহাত্ম্য, টেড়ির সৌন্দর্য্য তৈলবিহনে কিরূপে বজায় থাকিত? 'এমন চুলের উপর ঢেউ খেলে যায়' এর বাহার তৈল ব্যতীত টিকেনা। অধিকন্তু যাহারা বংশ লোপের ভয়ে গোঁফজোড়াকে সমূলে বিনষ্ট না করিয়া দুটীখানি রাখিয়া দিয়া পোষ্যপুত্রের মত সযত্নে পালন করেন, তৈল না হইলে তাহাদের কি উপায় হইত! তৈল বিনে গোঁফের growth হইত কিরূপে! এই কথা শুনিয়া অনেকেই বলেন যে চুলের জন্যই তৈলের ব্যবহার। কথা শুনিয়া হাসি চাপা যায় না। আমি অনেক 'টাক পড়া' (Bald headed) ব্যক্তিকে মাথায় তৈল দিতে দেখিয়াছি; উদ্দেশ্য তৈলকে সন্তুষ্ট রাখা। শুধু

যে মস্তকেই তোমার অবাধ বাণিজ্য তাহা নহে। সর্ব্বাঙ্গেও তোমার অটল প্রভুত্ব। যাহারা তোমাকে অঙ্গে ধারণ করে না তাহারা যে নিতান্ত দুর্ভাগা ইহা নিশ্চয়। তোমার কৃপায় বঞ্চিত হইয়া সংসারে তাহারা যথেষ্ট ক্লেশ ও লাঞ্ছনা পাইয়া থাকে। তাই যথাসাধ্য তাহারা তোমাকে আঁকড়াইয়া ধরে, সহজে ছাড়িতে চাহে না। মানুষের যতই বিদ্যা বুদ্ধি থাকুক না কেন, তৈলের অসন্তোষভাজন হইয়া তাহার কোপনজরে পড়িলে তাহার আর রক্ষা নাই। লক্ষ্মীই বলুন, আর সরস্বতীই বলুন, তৈলের নিকট কাহারও বুজরুকি খাটে না। "তেলা মাথায়" "কে তেল না দেয় ?" 'অতেলা মাথায়' একবিন্দু তেল পড়ে কি ? বোধহয় ভুলক্রমেও নয়।

Smith সাহেব "Dreamthorp"এর কথা লিখিতে গিয়া বলিয়াছেন "My country is the special favourite of summer's"। আমিও তাঁহার সুরে সুর মিলাইয়া বলিতেছি কলিকাতার অধিবাসিগণ তোমার 'special favourite'। ভাজা মাছ না হইলে তাহাদের চলে না। এমন কি তরকারির মাছও ভাজা চাই। তাই তোমাকে প্রসন্ন করিবার জন্য অনেকে পাড়াগাঁ ছাড়িয়া কলিকাতা আসিয়া বাস করেন। আসিবার কালে বাড়ীখানা কাক শৃগালকে ছাড়িয়া দিয়া আসেন। তাহারাও কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আশীর্ব্বাদ করে যে তাঁহারা যেন কলিকাতার permanent বাসিন্দা হইয়া পড়েন।

হে তৈল বাজারে তোমার অনেক নিন্দুক আছে। তাহারা খালি বলিয়া বেড়ায় তুমি কোন কাজেরই নও। তাহারা যে নিতান্ত বোকা ইহা বুঝিতে কি আর বিলম্ব হয় ? ঘৃত যদিও একটী ভিন্ন নামীয় পদার্থ, তবুও উহাতে তৈলের প্রাধান্য, কারণ ঘৃত একটী তৈলাক্ত পদার্থ। কিন্তু ঘৃত যদিও খুব বড়াই করিয়া থাকে এবং তৈলের সঙ্গে পাল্লা দিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগে তথাপি অধিকাংশ সময়েই তাহাকে হার মানিতে হয়, কারণ কলিকাতা সহরে ঘৃতের তৈয়ারি বলিয়া অনেক জিনিষ বিক্রী হয়, তাহারা বাদামতেলের ভাজা ছাড়া আর কিছুই নহে।

হে তৈল, তুমি যে অনেক দেবতার চেয়েও বড় আমি তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাইয়াছি। অনেক সময় প্রসূতি শিশুর মঙ্গল কামনায় দেবতাদিগকে মিনতি করে, কিন্তু দেবতারা তাহা কাণেই তুলিতে চাহেন না। কিন্তু যখন

সে মানস করে যে 'তেল পান' দিয়া পূজা করিবে, অমনি দেবতারা আসিয়া হাজির হন। দেবতারাও তোমার আজ্ঞা বহন করিতে বাধ্য। হে দেবতা-প্রধান তৈল, আমি তোমাকে কি দিয়া পূজা করিব ?

ইংরাজ মহাপ্রভুরা মাথায় তৈল মাখেন না। তুমি তাহাদিগকে excuse করিয়াছ। ইতিহাসেও একথা আছে, তৈল না দেওয়ায় প্রথম তুমি তাহা-দিগকে বন জঙ্গলে স্থান দিয়া বন্য পশুর মত করিয়া রাখিয়াছিলে; তাহারা কাঁদিয়া কাটিয়া তোমার অনুগ্রহ ভিক্ষা করিল। তাহাদের কাতর নাদে তোমার হৃদয় গলিয়া গেল। তুমি তাহাদিগকে সাবান মাখিবার permission দিলে। বলিলে—"তোরা এখনও তৈল মাখিবার উপযুক্ত ন'স্।" সেই হইতেই ইংরাজ সাবান মাখিতেছে। তাঁহারা এখনও তৈল মাখিবার উপযুক্ত হইয়াছেন কি না জানিনা, তবে আমরা যে এ বিষয়ে overfit হইয়া উঠিয়াছি ইহা সুনিশ্চিত।

বহুদিন পূর্ব্বে Watt সাহেব রেলগাড়ী আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। সেই হইতে রেলগাড়ী মানুষের অধীন হইয়া আছে রেলপথ ছাড়া এক পাও তাহার নড়িবার ক্ষমতা নাই। মান্ধাতার আমল হইতে সেই এক বাঁধাধরা monotonous পথ। কিন্তু এ্যারোপ্লেন পরে আবিষ্কৃত হইলে সে ফট্ করিয়া আকাশে উঠিয়া পড়িল। পথ, ঘাট, আকাশ বাতাস কাহারও বড় তোয়াক্কা রাখে না। বাস্তবিক হে তৈল, তোমার কৃপা ব্যতীত ইহা কিরূপে সম্ভবে ?

হে তৈল, তুমি না থাকিলে চাকুরীজীবিদের যে কি অবস্থা হইত ইহা ভাবিতে না ভাবিতে আমার চোখে জল আসে। তৈলের ভাণ্ড হাতে লইয়া চাকুরীর উমেদারী করিতে হয়। প্রভুর পাদমূলে ঘর্ষণ করিবার জন্য তৈলের বিশেষ আবশ্যক। তুমি না থাকিলে প্রার্থীদের কে চাকুরী যোগাড় করিয়া দিবে ? বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় কি তোমার নিকট খাটে ?

আজকাল অনেককে আক্ষেপ করিতে শুনি যে তুমি নাকি ক্রমশঃই উপরে উঠিতেছ অর্থাৎ তোমার দর চড়িতেছে। তাহারা এত বোকা যে এই সোজা কথাটা বুঝে না। সকলেই জানেন দেবতারা স্বর্গে বাস করিয়া মর্ত্তের মঙ্গল-কামনা করেন। আমিও ভবিতব্যের চশমা চোখে দিয়া দেখিতেছি যে তুমি অচিরে স্বর্গে দেবতাদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ আসনে বসিয়া সেখান হইতে তোমার করুণা রসদ্বারা মর্ত্ত্যভূমিকে প্লাবিত করিয়া ফেলিবে।

হে তৈল যে তোমাকে যেভাবে ডাকে তুমি তাহাকে সেই ভাবে দেখা দাও। 'কুন্তল প্রভা' 'কেশরঞ্জন' প্রভৃতিরূপে তুমি কামিনীর কেশে, তিল তৈলে তুমি পুরুষের মাথায়, সরিষাতৈলে ভাজা ও ব্যঞ্জনাদিতে, রেড়িতৈলে প্রদীপে, কেরোসিন রূপে তুমি হারিকেন ও কলকব্জায় বিরাজ কর। তোমার দ্বারা জগতের বিরাট উপকার হইতেছে। কেহ শিরঃপীড়ায় ভুগিয়া 'জবাকুসুম' কিংবা "জি ঘোষের সুবাসিত কাঁচা তিলতৈলে" আরাম পাইতেছে। কেহ হাত-পা পুড়িয়া ফেলিয়াছে, নারিকেল তৈল এবং চূণের জল মিশ্রিত মলমে তাহার ঘা শুকাইতেছে, কাহারও কোষ্ঠকাঠিন্য হইয়াছে রেড়িরতৈলে পেট খোলসা হইয়া যাইবে। আর সরিষার তৈলের কথা বোধহয় না বলিলেও চলিতে পারে। কারণ সহরের হোটেলে, মেসে, বোর্ডিংয়ে, হোষ্টেলে ও বড়লোকের বাড়ীতে ভাজা না পাইলে, পাচক ব্রাহ্মণকে যে নিকট সম্বন্ধ সূচক নানাপ্রকারের গাল শুনিতে হয় ভদ্রতার খাতিরে এবং রুচিবিগর্হিত হইবার ভয়ে তাহা লিপিবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি না।

ইলেক্‌ট্রিক আলো বড় বড়াই করিয়া থাকে; সে বড় অভিমানী। তাহার জ্যোতিঃ চক্ষু নষ্ট করিয়া ফেলে; অধিকন্তু সে party spirit create করে। দরিদ্রের প্রতি তাহার মোটেই দৃষ্টি নাই। কিন্তু হে তৈল তোমার নিকট ধনী নির্ধন ছোট বড় প্রভৃতি পার্থক্য নাই, তুমি সকলকেই সমানভাবে আলো দিয়া থাক; এইজন্য বোধহয় ইলেক্‌ট্রিক আলোতে কোন দেবতার পূজা হয় না। তৈলের প্রদীপের প্রয়োজন হয়। বাস্তবিক তুমি উভয়েরই প্রভূত উপকার করিয়াছ। উভয়েরই কৃতজ্ঞতা তোমার প্রাপ্য। আমার বিশ্বাস উহাদের আন্তরিক প্রার্থনাতে নিশ্চয়ই তোমার অমরত্ব লাভ হইবে। আমরা প্রার্থনা করি, তুমি যুগে যুগে ভারতে অবতীর্ণ হইও। ভগবান নাকি বিপদের বন্ধু, তুমিই বা কম কিসে। আফিস হইতে আসিয়া বাবু তালা খুলিবেন কিন্তু চাবি খুলিতেছে না, এক জায়গায় আটকাইয়া যাইতেছে। ব্যাপার দেখিয়া বাবুর মাথা ঘুরিয়া গেল; দশটা থেকে বেলা পাঁচটা পর্য্যন্ত অনবরত কলম পিশিয়া আসিয়াছেন, এখন ঘরে ঢুকিতে পারিতেছেন না, ইহা কি কম বিপদ্? কে যেন বলিয়া উঠিল 'বাবু একটু তেল দিয়ে দেখুন না?' যেই বলা অমনি তৈল দেওয়া হইল, সঙ্গে সঙ্গে চাবি ঘুরিল, তালা খুলিল, বাবু ঘরে ঢুকিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। একি কম বিপদ হইতে উদ্ধার, অতএব হে বিপদবারণ, সময়ে অসময়ে আমায় উদ্ধার করিও!

সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে আমাদের শরীর ধারণের জন্য তৈলাক্ত পদার্থের একান্ত প্রয়োজন। তাই স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন "শাক পাতা খেয়ে যত সব পেটরোগা বাবাজির দল।" ইহার মানে আর কিছুই নয়, ইহাতে বেশী তৈলাক্ত পদার্থ নাই। কাজেই তৈলাক্ত পদার্থ ব্যতীত শুধু ইহা খাইলেই শরীর রক্ষা হইবে না। হে তৈল এই ব্যাধিমন্দির শরীরকে তুমিই নীরোগ রাখিয়াছ তোমার ক্ষমতা কি অসীম!

হে তৈল, অনেক ব্যক্তি তোমার প্রতি ঈর্ষাভাবাপন্ন। তাহারা বলে যে তোমার আশ্রয় লইয়াই স্নেহলতা 'পুড়িয়া' মরিল; হয়ত আর কতশত পুড়িয়া মরিবে। যাহারা এইরূপ প্রমাণ দেখান তাহাদের ঘটে যে বুদ্ধি নাই ইহাই প্রকাশ পায়। বাস্তবিক দেখিতে গেলে বুঝা যায় স্নেহলতা 'পৃথিবীর' অশান্তির ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া কেবলই হাবুডুবু খাইতেছিল এবং "ত্রাহি ত্রাহি" বলিয়া দেবতাদের সাহায্য ভিক্ষা করিতেছিল, কিন্তু কোন দেবতারই এতদূর ক্ষমতা হয় নাই যে তাহাকে উদ্ধার করে, কিন্তু তুমি আসিয়া তাহাকে এই মরজগতের দুঃখ যন্ত্রণা হইতে এক অপূর্ব্ব শান্তির রাজ্যে (where tempests never beat nor billows roar) লইয়া গিয়াছ। ইহা কি তোমার কম মাহাত্ম্য!

হে তৈল, তৈলচিত্রের সঙ্গে (oil-painting) তোমার খুব সম্বন্ধ থাকার সম্ভাবনা, তা না হইলে একটী Picture অত দরে বিকাইবে কেন? আর বড় বড় লোকেরাই বা Posthumous fame (not A legend of the Beautiful) এর জন্য যমরাজাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া ভবিষ্যতে পৃথিবীর 'Incorporeal habitation'এর ব্যর্থ প্রয়াস পাইবেন কেন? তোমার মহিমা কীর্ত্তণ করিবার জন্য Clothএ oil হইয়াছে অর্থাৎ oilcloth হইয়াছে' উদ্দেশ্য জল আটকাইবে না। বর্ত্তমান world যেরূপ progress করিতেছে, আশা করি অদূর ভবিষ্যতে oil shawl এর সৃষ্টি হইবে।

হে তৈল, ঘৃতের চেয়েও তোমার আসন উপরে। "হবির্যোঽষ্টগুণং মর্দ্দনাৎ ন তু ভোজনাৎ" এর কথা কেনা জানে। দুগ্ধ হইতে ঘি তৈয়ারী হয় আর বৎসকে বঞ্চিত করিয়া এই দুগ্ধ পাওয়া যায় অনেকটা "Ill gotten money"এর ন্যায়। কাজেই "অষ্টগুণং ভোজনাৎ" বলিলেও বিশেষ দোষ হয় না।